সংবাদ 0 055

তারিখ ... ২৬.৫.৪৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৯১

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও ধর্মঘট-পরিস্থিতি

আজ থেকে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে এ পরীক্ষায়। শিক্ষাজীবনের ১২টি বছর শেষে অনুষ্ঠেয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ এর সাফল্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা। এক হিসেবে বলা চলে, জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার বীজ বুনতে হয় এখানেই।

তবে এবার এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি শুরু হচ্ছে এক উত্তেজনামুখর পরিবেশে। দেশে চলছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তার উত্তাপ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। পাশাপাশি চলছে শ্রমিক-কর্মচারীদের নানা অধিকার ও দাবী আদায়ের আন্দোলন, তারা ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। আর দু'দিন পরই অর্থাৎ ২৮শে এপ্রিল তাঁরা দেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করেছেন। এতে স্বাভাবিক কারণেই জনজীবনে অচলাবস্থা দেখা দেবে। তারপর এইচএসসি পরীক্ষার সময়ে এই সর্বাত্মক ধর্মঘট পরীক্ষার্থীর জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করবে। দেশে আন্দোলন চলছে। আন্দোলন চলবে। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা আছেন সময় বিশেষে তাদের এব্যাপারেও বিবেচনা করে দেখতে হয়, ২৮শে এপ্রিলের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অহেতুক কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে। নেতৃবৃন্দ এ দিকটার প্রতি কতটা লক্ষ্য রাখতে পারেন, সেটাও তারা চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রাখবেন, তাদের নিকট এটা আশা করা অসঙ্গত নয়। আন্দোলন ও ধর্মঘটের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ যেন অবাঞ্ছিত পথে চালিত হয়ে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে সেটাই তো গণতন্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত মূল্যবোধ।

শিক্ষাঙ্গনে এমনিতেই শিক্ষার পরিবেশ নেই, নানা বিঘ্ন-ব্যাঘাতের ভেতর দিয়ে লেখাপড়া করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা কত কষ্টেসৃষ্টে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করে তা সকলেরই জানা। রাজধানীর ছাত্রছাত্রীরাও নানা সমস্যার শিকার। অন্য সমস্যার কথা থাক, লোড শেডিং থেকে শুরু করে মশার উৎপাত পর্যন্ত সহ্য করে যেখানে তাদের লেখাপড়া করতে হয়, সেখানে বিদ্যুৎ, পানি, পরিবহণ প্রভৃতি বিভাগের শ্রমিকদের ধর্মঘট পরীক্ষা চলাকালীন সময়টায় তাদের কি অবস্থায় ফেলবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

২৮শে এপ্রিলের সাধারণ ধর্মঘট, তথা আন্দোলনের রূপ শেষ পর্যন্ত কোনদিকে গড়াবে তা হয়ত বলা সম্ভব নয়। জনজীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়বে কিনা, এনিয়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব হয়ে না ওঠে কিংবা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যেতে পারে, এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো সকলেই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, আমরা এই আশাই করবো, কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষা বর্ষ এমনিতেই পিছিয়ে আছে, তারপর আরো পিছিয়ে যাওয়ার ক্ষতি অনেক বড় হয়ে দেখা দেবে এক সময়। কাজেই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ, অভিভাবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন এক আশংকাপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত হোক, তা কারো কাম্য হতে পারে না।

এদের এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করার দায়িত্ব আছে সমাজের, সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে বিবেচনাবোধের সঙ্গে। সরকার পক্ষকে, সেই সঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের এখন পরিচয় দিতে হবে সেই বিবেচনার। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যাতে কোনো অগণতান্ত্রিক রূপ না নেয় সেটা দেখতে হবে, উভয়েরই। শ্রমিক কর্মচারীর নিজস্ব দাবী-দাওয়ার স্বার্থে আন্দোলন যেমন চলতে পারে, তেমনি সাধারণ মানুষের স্বার্থ, বিশেষভাবে এ মুহূর্তে, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানের সুযোগ বিঘ্নিত না হয়, তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে সকলেরই নজর রাখা উচিত।